R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
২৪শে মে, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

সামসেরগঞ্জে কোন দলই নির্ব্বাচনে হারতে রাজী নয়

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৪ মে—পঞ্চায়েত নির্বাচনে সামসেরগঞ্জ ব্লকের ৯টি অঞ্চলের ১৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন ৪৭২ জন। তার মধ্যে ভোটের আসরে নামার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় বাতিল হয়েছে দু' জনের মনোনয়নপত্র। এবং ভোটযুদ্ধে নামার সাহস হারিয়ে নাম প্রত্যাহার করে সরে দাঁড়িয়েছেন ৩৫ জন। যোদ্ধাদের মধ্যে সি পি এম প্রার্থীদের সংখ্যাই বেশী—১৩৯ জন, পরের স্থান কংগ্রেস (ই) দলের—১১২ জন, কংগ্রেস ৩৯, আর এস পি ৩৮ এবং নির্দল ১০৭ জন। ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ২৪টি আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন ৯৮ জন। বাতিল হয়েছেন ১ জন. প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ১৩ জন। বর্তমান অবস্থা—সি পি এম ২৪, কংগ্রেস (ই) ২২, কংগ্রেস ৬, আর এস পি ৭ এবং নির্দল ২৩ জন। জেলা পরিষদের দুটি আসনে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন ৮ জন। সি পি এম ২, আর এস পি ১, কংগ্রেস ১, কংগ্রেস (ই) ১ এবং নির্দল ৩ জন। গ্রাম পঞ্চায়েতে দু'জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গাজীনগর-মালঞ্চা থেকে জিন্নাতুনানশা এবং নিমতিতা থেকে কমলা উপাধ্যায়।

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সূতীর সমরে সংঘর্ষের সূত্রপাত
ধ্বনি : ভোট দিব কাকে, যাকে মন তাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, অরঙ্গাবাদ : পঞ্চায়েত নির্বাচনের এখনও ১১ দিন বাকী। ইতিমধ্যেই সুতীর গ্রামে গ্রামে নির্বাচনী উত্তেজনা চরমে উঠেছে। কাদোয়া গ্রামে কিছু 'প্রতিক্রিয়াশীল' লোক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 'সন্ত্রাস ও হিংসাত্মক' কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। খবরে প্রকাশ, ৩ মে কাদোয়া গ্রামের একটি গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর মুরাদ সেখ নামে একজন গ্রামবাসীকে বলপূর্ব্বক রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জনৈক গোলাম মোস্তফার বাড়ীতে আটক করে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তাকে জখম করা হয়। পুলিশ যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে গোলাম মোস্তফার বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকে এবং অপহৃত মুরাদ সেখকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় উদ্ধার করে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় এই এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সজাগ না হলে সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রচার ও নির্বাচনের পরিবেশ বিনষ্ট হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচন কর্মীর অভাব

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৪ মে—জঙ্গিপুর মহকুমায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচন কর্মীর অভাব দেখা দিয়েছে। ভোটের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৩,৩২০ জন নির্বাচন কর্মীর প্রয়োজন। সেভাবে নিয়োগপত্রও দেওয়া হল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যে সমস্ত স্কুল শিক্ষকদের নির্বাচন কর্মী হিসেবে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই নির্বাচন প্রার্থী অথবা প্রার্থীর এজেন্ট হওয়ায় নির্বাচন কর্মীর ব্যাপারে ভয়ানক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে জানিয়েছেন, প্রয়োজনের তুলনায় ১৮৯ জন পোলিং অফিসার এবং ৪০ জন প্রিজাইডিং অফিসারের ঘাটতি পড়েছে। আরো ঘাটতি পড়তে পারে। পয়সা দিয়ে লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্যা মোকাবিলার জন্য জেলা শাসকের কাছে লোক চাওয়া হয়েছে। অন্যান্য মহকুমা থেকে 'অতিরিক্ত' কর্মী নিয়ে এসে ঘাটতি পুরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ফরাক্কা বাঁধে নতুন জেনারেল ম্যানেজার

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৩ মে—উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের নতুন জেনারেল ম্যানেজার হয়ে আসছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার দেবেশ মুখারজির আমলে তিনি ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পে ইনজিনীয়ার অফিসার পদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমান জেনারেল ম্যানেজার ব্রিগেডিয়ার দেবরাজ কাঠুরিয়া তিন মাসের ছুটিতে যাচ্ছেন। পূর্বতন জেনারেল ম্যানেজার জে এন মণ্ডলকে সাময়িকভাবে চারজ দিয়ে। শোনা যাচ্ছে, ব্রিগেডিয়ার কাঠুরিয়া এন পি সি সি (ন্যাশনাল প্রোজেকট কনসট্রাকসন করপোরেশন)-এর ডাইরেকটর পদে নিযুক্ত হচ্ছেন।

বিয়েতে ১৪৪ ধারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ মে—বিবাহিতা স্ত্রীর খোরপোষের আবেদন অগ্রাহ্য করে আর একটি বিয়ে করার চেষ্টা করলে জঙ্গিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শান্তিগোপাল দত্ত সেই বিয়েতে ১৪৪ ধারা জারী করেন। জানা যায়, খোরপোষের মামলা চলাকালীন সুতী থানার গোপালপুর গ্রামের ফুলচাঁদ দাস দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে যাচ্ছিল।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুনর্মূষিক ভবতি

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৪ মে—ফরাক্কা বাঁধ তৈরীর আগে ফরাক্কা ও তৎসন্নিহিত এলাকায় যে অবস্থা বিরাজ করছিল, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষতিগ্রস্ত সেই সমস্ত এলাকাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। সেজন্য ফরাক্কা ও সামসেরগঞ্জ থানা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মারকস্‌বাদীদের কীর্তন

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪ মে—গত সপ্তাহে এখানে বৃন্দাবনবিহারীর তুলসীবিহার যাত্রা উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন গ্রাম থেকে কীর্তনীয়াদের দল জলুস করে যোগদান করতে আসছিল। সেই রকম একটি দলে দেখা গেল ফেসটুনের একদিকে আর এস পি দলের প্রতীক এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দানের আবেদন। তাই দেখে একজন পথচারীর সরস মন্তব্য কানে এল : 'এটা মারকস্‌বাদীদের কীর্তন।'

নথি-নিষ্পত্তি উধাও?

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪ মে—গত বুধবার জঙ্গিপুর আদালত থেকে ১০৭ ও ১৪৪ ধারায় কয়েকটি মামলার নথীপত্র নাকি রহস্যজনকভাবে উধাও হয়। প্রকাশ, তার মধ্যে ১০৭ ধারায় ১৫৬।এম ৭৬ মামলার নথীপত্র পরদিন রঘুনাথগঞ্জ ১নং জে এল আর ও অফিস চত্বর থেকে পাওয়া যায়। ৪ মে এই মামলাটির নিষ্পত্তি হয়। তবু কেন এবং কিভাবে সেই মামলার নথি-নিষ্পত্তি-পত্রী উধাও হয় তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তেমনি পাওয়া যায়নি একই সঙ্গে খোয়া যাওয়া ১৪৪ ধারায় ৩৭।এম।৭৮ নম্বর মামলার নথীপত্র। ১৯ তারিখে মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে এই থানায় একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নথীপত্রগুলি চুরি করেছে বলে ওই অভিযোগে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

বিদ্রোহী কবি নজরুল

'রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা/ তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা' বিদ্রোহী কবি নজরুলের এ মর্মবাণী বিদ্রোহী মনকে আলোড়িত করে। শুধু বিদ্রোহীই নয়, আধুনিক যুগের একজন শক্তিমান কবি কাজী নজরুল। 'বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবী'—কবির এই উক্তিতেই আধুনিকতার গন্ধ পাওয়া যায়।

কবি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। কখনও কবিয়াল, কখনও সৈনিক, কখনও সাংবাদিক এবং কখনও বা বিদ্রোহী। বিখ্যাত তিনি 'লেটো' স্বদেশী গান, প্রেমের গান, ভক্তির গান, সঙ্গীত প্রভৃতির জন্য। কবিজীবনে বহুমুখী প্রতিভার সমাবেশ হয়তো বা জীবন-যন্ত্রণা ও গভীর উপলব্ধির বাস্তব বাহঃপ্রকাশ। তাঁর কাব্যেই নির্যাতিত দীনহীনের অব্যক্ত বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে বাণী লাভ করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠ তীব্র উন্মাদনায় স্পন্দিত হইয়াছিল। অবিচার, অনাচার ও অত্যাচার প্রপীড়ত সর্বহারা জনগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রতিকারের বলিষ্ঠ দাবি ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই কারণেই তিনি সাধারণ মানুষের নিকট এত সমাদর ও খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি লিখিয়া ছিলেন, 'আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল। আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাঙালার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম—দৈন্যে, দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুরের পীড়নে জর্জরিত হয়ে গেছেন। তাঁর মুখ চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈত্যদানব রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত।'

বাঙলা মায়ের দামাল ছেলে নজরুল। তিনি শুধুমাত্র কবি নহেন—জাগ্রত যৌবনের প্রতীক; তিনি আপামর জনসাধারণের কবি। আত্মবিদ্রোহী। নব-নবীনের জয়ধ্বজা উত্তোলনকারী। অন্যায় ও অসুন্দরকে উচ্ছেদ করিতেই যেন তাঁহার আবির্ভাব। তিনি গাহিয়াছেন :

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ?—
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন।
আসছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে
করতে ছেদন।

কিন্তু আজও কি আমরা 'অ-সুন্দরে'র অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি ? আজও আমাদের মধ্যে হানাহানি, কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতা, জঘন্য প্রাদেশিকতা আর দলীয় রাজনীতির পঙ্কিল নোংরামি। আজ ত্রিশের দশকের সেই জাগ্রত যুবশক্তি যেন আফিমের মৌতাতে দিনের পর দিন ঝিমাইয়া পড়িতেছে। আজ আমরা সত্যকার জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছি না—আন্তর্জাতিকতার মেকী বুলি কপচাইয়া অশ্লীল 'হ্যাংলা' কালচারের কুৎসিৎ বেলেল্লাপনায় মাতিয়া উঠিতেছি। আজ এই চরম অবক্ষয়ের দিনে পথভ্রষ্ট যুবসমাজকে নূতন করিয়া 'অগ্নিবীনা'র অগ্নি-শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। একত্রিশ বৎসরের জীবন্মৃত স্বাধীনতার পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে হইবে বিদ্রোহের লাল নিশান উড়াইয়া দিকে দিকে রণদামামা বাজাইয়া, বিদ্রোহী কবির নবমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া :

'লাল পলটন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান
বীরবাচ্চা,
মার জালিমের দাঙ্গায়।
মোরা আস বুকে বার' হাসি মুখে মার'
জয় স্বাধীনতা গাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মহকুমা শাসকের প্রতি

আম সিদ্ধিকালী গ্রামের একজন দীনমজুর। গ্রামে গৃহস্থের বাড়ীতে কাজ করে অন্নসংস্থান করি। কিন্তু আজ ২০ দিন হল গ্রামের একটি চক্র আমাকে এবং আমার মত কিছু খেটে খাওয়া মানুষকে কাজে যেতে দিচ্ছে না। কাজে গেলে মারধোর করা হবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। বিশ দিন ধরে কাজে যেতে বাধা দেওয়ায় অনাহারে আমাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট চক্রের কাছে বিকল্প আয়ের জন্য কাজের আবেদন করেও কোন ফল হয়নি। তারা সেই আবেদন অগ্রাহ্য করেছে। সংসারে ছেলেমেয়েদের অনাহারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আমি ওই চক্রের ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করে কাজ করতে চাই। এবং তার জন্য ওই চক্রের চার জনের হাতে প্রহৃত হই। তারা আমার বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার শাসানি দেয়। আমি এই মর্মে ২৩ মে রঘুনাথগঞ্জ থানায় এজাহার দিয়েছি। এখন জঙ্গিপুর সংবাদ' মারফৎ মাননীয় জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। —ষষ্ঠী মাল, সিদ্ধিকালী (রঘুনাথগঞ্জ)।

পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে প্রত্যক্ষ নির্বাচন

শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
(পঞ্চায়েত মন্ত্রী)

সুদীর্ঘ অপেক্ষার পর পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়েছে বিগত এক যুগেরও বেশী সময় পরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমরা দেশের মানুষের কাছে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠানের ও পঞ্চায়েতের হাতে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ক্ষমতায় আসীন হবার এক বছরের মধ্যেই সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকর করছি। আগামী ৪ জুন সমগ্র পশ্চিমবাংলায় একই দিনে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রায় তিরিশ হাজার নির্বাচন কেন্দ্র থেকে তিনটি স্তরে বাহান্ন হাজার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন

এবারের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক দিক থেকে ভেবে দেখবার মত। এই প্রথম পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে অর্থাৎ জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। তা ছাড়া নির্বাচন হবে রাজনৈতিক দলভিত্তিক, নির্বাচন কমিশন দ্বারা স্বীকৃত প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই ভোটপত্রে তাদের নিজস্ব দলীয় প্রতীক ব্যবহার করতে পারবেন। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা পশ্চিমবাংলায় তো বটেই সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রাম সংগঠনের নির্বাচনে একটি নতুন সংযোজন। পশ্চিমবাংলায় মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনায় আমাদের আস্থা আছে বলেই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছে। দীর্ঘকালের উপেক্ষায় মুমূর্ষু পঞ্চায়েতীরাজ পশ্চিমবাংলায় মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। এতদিন পর্যন্ত যে পঞ্চায়েতীরাজ সংস্থাগুলি টিকে ছিল তা ছিল একান্তই অগণতান্ত্রিক। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষিত হবার ফলে গ্রামের মানুষ তাদের নিজস্ব সংগঠনকে সঞ্জীবিত করার আশ্বাস খুঁজে পাচ্ছেন।

গ্রামীণ সমাজ ও গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের কাজে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ধাপ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমাজ সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছে বর্তমান পঞ্চায়েত আইনের সংস্কার সাধনের আবেদন জানিয়েছেন। এই আইনের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে বর্তমান সরকারও ওয়াকিবহাল। পঞ্চায়েত আইনে গ্রামের মানুষের আশা আকাঙ্খার কথা, তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের পথনির্দেশের কথা থাকা উচিত আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বর্তমানের মুমূর্ষু সংগঠনগুলির আয়ুকে দীর্ঘায়িত করে সেই কাজ সম্ভব নয়। তাই অজস্র অসুবিধা সত্ত্বেও গত বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচকমণ্ডলীর তালিকার ভিত্তিতে বর্তমান পঞ্চায়েত আইনকে খুব সামান্য বদলে নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আপনারা জানেন ১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনের বহুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ১৯৭৩ সালের আইনে। ওই আইনের ভিত্তিতে ১৯৭৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন বিধি ১৯৭০ অনুসারে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গ্রামবাংলার মানুষের কাছে পঞ্চায়েতের নতুন আইন ও নির্বাচন-বিধি এখনও ততটা পরিচিতি লাভ করেনি। অথচ এ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা না থাকলে সম্ভাব্য প্রার্থী ও নির্বাচকমণ্ডলী বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। এদিকে লক্ষ্য রেখেই পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের এক ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। আকাশবাণী কিংবা বাংলা সংবাদপত্রগুলি ছাড়া বিশদ নির্দেশ যাচ্ছে প্রতিটি ব্লক অফিসে, মহকুমা শাসকের অফিসে। নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞাতব্য সেখান থেকেই জানা যাবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কোন দলই নির্বাচনে হারতে রাজী নয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামে গ্রামে প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে খুব জোর। আয়োজনটা সি পি এম দলের পক্ষ থেকে জোরদার বলে মনে হচ্ছে। যে দিবস থেকে এই দলের প্রচার অভিযান শুরু হয় মিছিল ও সভার মাধ্যমে। বক্তব্য: আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণবিরোধী সি পি এম দলকে যেন জিতিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, তারাই একমাত্র জনদরদী ও কল্যাণকামী দল ব্লকে আর এস পি দলের অবস্থা ভালো নয়, তাই তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। চ্যবন গোষ্ঠী কংগ্রেসের অবস্থা আরো শোচনীয়। তাঁদের হয়ে যাঁরা আসরে নেমেছেন, তাঁরা যেন অনেকটা অনুরোধ উপরোধে প্রার্থী হয়েছেন। আর কিছু নেমেছেন কংগ্রেস (ই)-এর মনোনয়ন না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে। সুতরাং এদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নির্দল প্রার্থীদের মধ্যে আছেন বেশীর ভাগই 'দলছুট' ব্যক্তি। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক আছেন এস ইউ সি, দু' একজন জনতা এবং প্রফুল্ল সেনের 'দলহীন' মতে বিশ্বাসী 'ভালোমানুষ'। কাজেই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রকৃতপক্ষে এই ব্লকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে কংগ্রেস (ই) দলের সঙ্গে সি পি এম দলের। অবশ্য সর্বদলীয় তৎপরতা দেখে ঠাওর হচ্ছে সামসেরগঞ্জে কোন দলই নির্বাচনে হারতে রাজী নয়।

গ্রামের সাধারণ মানুষ, যারা বরাবর ভোট দেয়, তারা এখনও খুব একটা সচেতন না হলেও পঞ্চায়েত নামক স্বায়ত্বশাসনে 'দলবাজি'কে তারা মোটেই সুনজরে দেখছে না। তাদের ধারণা, দলবাজিতে ভালো এবং যোগ্য লোকের স্থান থাকছে না। তাছাড়া তারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, সৎ এবং যোগ্য লোক নির্বাচনে অংশ গ্রহণই করেননি। যাঁরা করেছেন, তাঁদের জয়ের সুনিশ্চিত সম্ভাবনাও নাই। কারণ, এবার যেভাবে ভোটারদের ভোট দিতে হবে, আগে সেভাবে কখনও হয়নি। তাই ভুল হবে খুব, বিশেষ করে মেয়েদের। ভুল এড়াবার জন্য শেষ পর্যন্ত একটি দলের প্রতীক ভোটারদের বেছে নিতেই হবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে সামসেরগঞ্জ ব্লকে বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার আভাস এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেছে ভাসাইপাইকর অঞ্চলে। সেখানে সি পি এম দলের সঙ্গে কংগ্রেস (ই) দলের রাজনৈতিক মনোমালিন্যের খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, ৩ মে রাত্রে কয়েকজন সি পি এম সমর্থক কংগ্রেস (ই) প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে উত্তেজিত ভাষায় শ্লোগান দিতে থাকলে কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থকরা বাধা দেয়। ফলে উভয় দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধার উপক্রম হয়; যদিও শেষ পর্যন্ত মারামারি হয়নি। পরে সি পি এম দলের সমর্থকরা থানায় গিয়ে কংগ্রেস (ই) দলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করলে পুলিশ গ্রামে গিয়ে কংগ্রেস (ই) দলের প্রার্থী-সহ পাঁচজনকে ধরে নিয়ে আসে। ধৃত ব্যক্তিদের জামিন দিতে অস্বীকার করলে কংগ্রেস (ই) দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। গভীর রাত্রে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হয়। সি পি এম-এর আচরণের প্রতিবাদে ৫ মে কংগ্রেস (ই) দলের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এবং সামসেরগঞ্জ ব্লক অফিসে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

এই সব কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে গ্রামবাসীরা মনে করছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'দলবাজি' সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ গ্রাম্যজীবনে একটি স্থায়ী অশান্তির বীজ এভাবে বপন না করলেই বোধ হয় ভালো হত।

বিয়েতে ১৪৪ ধারা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তার প্রথমা স্ত্রী অর্চনাবালা দাসের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিয়ে বন্ধ করার জন্য ৯ মে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। ওই দিনই (বাঙলা তারিখে ২৫ বৈশাখ) তার বিয়ের দিন ছিল। কিন্তু ১৪৪ ধারা জারীর ফলে বিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। গতকাল ফুলচাঁদ দাসের আদালতে হাজির হওয়ার দিন ছিল। কিন্তু সে হাজির হয়নি।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

গরু বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ মে—আগুনের কবল থেকে গরুকে বাঁচাতে গিয়ে গতকাল এই থানার তালাই গ্রামের শ্যামাপদ সাহা নামে ৬০ বছরের এক বৃদ্ধ অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। প্রকাশ, গতকাল তাঁর গোয়াল ঘরে আগুন লাগলে তিনি মরীয়া হয়ে গরু বাঁচাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন আগুনের মধ্যে। কিন্তু আগুনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত থেকে গরু দূরের কথা, তিনি নিজেকেও বাঁচাতে পারেননি।

বাড়ালা—তক্ষক সড়ক

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ মে—সেখালীপাড়া হয়ে বাড়ালা থেকে তক্ষক পর্যন্ত সংযোগকারী একটি মেঠো সড়ক তৈরীর প্রকল্প তৈরী করেছেন রঘুনাথগঞ্জ ১নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে এই সড়কটি তৈরী করবেন লুথারান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস। এজন্য তাঁদের ৯ মেট্রিক টন গম খরচ হবে। তৈরীর কাজ শেষ হলে বিচ্ছিন্ন তক্ষকের সঙ্গে সরাসরি সড়কপথে যোগাযোগ স্থাপন হবে।

বসত বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর সহরে সদর রাস্তার উপর ভদ্র পরিবেশে উপযুক্ত বাসোপযোগী বহু বারান্দাযুক্ত মজবুত দোতালা বাড়ী সেনিটারী পায়খানা, জল কল ইলেকট্রিক ফিটিং ইত্যাদি সুব্যবস্থা আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—শ্রীঅরবন্দ কর্মকার, জঙ্গিপুর মহাবীরতলা।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ডাকবাংলো সংলগ্ন ভদ্র পল্লীতে বাসোপযোগী এক বিঘা জায়গা বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়, পো: রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পো: ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস: গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন: ধুলিয়ান—২১

Phone - Farakka 24
ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পো: ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

প্রকাশিত পত্রের ভিত্তিতে শহরের সিনেমা হলে তদন্ত

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪ মে—এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসের ২২ তারিখে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত রঘুনাথগঞ্জের জনৈক শহরবাসীর একটি চিঠির ভিত্তিতে সম্প্রতি স্থানীয় 'ছায়াবাণী' সিনেমা হলে তদন্ত হয়ে গেল। তদন্ত করলেন একজন উচ্চ পদস্থ আফসার। 'জেলা শাসক সমীপে' শিরোনামায় প্রকাশিত ওই চিঠিতে এই সিনেমা হলের নানা অব্যবস্থার কথা তুলে ধরে পত্রলেখক মুর্শিদাবাদের জেলা শাসকের কাছে কারণ জানতে চেয়েছিলেন। জেলা শাসক অশোক গুপ্ত চিঠিটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর ওই অফিসারকে নির্দেশ দেন তদন্তের। তদন্তকারী অফিসার জেলা শাসকের নিকট প্রেরিত রিপোর্টে বলেছেন, সিনেমা হলের সাউণ্ড বকস ভালো নয়। শৌচাগারের অবস্থাও তথৈবচ অর্থাৎ ব্যবহারের উপযোগী নয়। প্রেক্ষাগৃহের প্রথম এবং শেষ সারির আসনগুলি অবিলম্বে মেরামতের প্রয়োজন। খবরটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

পদব্রজে গৌড়যাত্রা

অরঙ্গাবাদ, ২৪ মে—আগামী ৭ জুন নিমতিতা বি এস এফ ক্যাম্প হতে রুদ্র সংঘের ১১ জন সদস্য পদব্রজে গৌড়যাত্রা করবে। এই দল ৯ জুন প্রত্যাবর্তন করবে বলে জানানো হয়েছে।

Wanted a trained graduate in deputation vacancy competent to teach Sarskrit in top classes. Apply to Secretary, Gobindapur High School, P. O. Kalabagh (Murshidabad) by the 31. 5. 78

বিকো
ইলেকট্রিক মোটর ও
মোটর পাম্পসেট
ডিলার: ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সুতীর সমরে সংঘর্ষের সূত্রপাত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ সূত্রের একটি খবরে প্রকাশ, সুতী ১নং ব্লকের হিলোড়া গ্রামে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আর এস পি এবং নির্দলের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছে। কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

আর এস পি-র সুতী থানা কমিটির সম্পাদক ফরিদপুর মৌজার ৫৯ অংশ ভোটার তালিকা থেকে ২০ জন ভোটদাতার নামের একটি তালিকা তৈরী করে অভিযোগ করেছেন, এঁরা প্রকৃত ভোটার কাশিমনগর অঞ্চলের কদমতলা গ্রামসভার গাজীপুর মৌজার; কিন্তু নাম আছে মহেশাইল অঞ্চলের ফরিদপুর গ্রামসভায়। তাঁরা বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন সুতী কেন্দ্রে, আসলে তাঁদের ভোট দিতে হবে অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে তাঁরা এই ভুল সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন।

এ তো গেল মারপিটের মহড়া এবং বাদ-প্রতিবাদের খবর। এবার দেখা যাক সুতী ১ ও ২নং ব্লকের ভোটাররা কি বলছেন। ভোট প্রার্থীরা যেমন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছেন, 'ভোট দিবেন কোনখানে, অমুক চিহ্নের মাঝখানে', এখানকার ভোটাররাও প্রার্থীদের শ্লোগানের বিকল্প একটি শ্লোগান তৈরী করে নিয়েছেন: 'ভোট দিব কাকে, যাকে মন তাকে'। এখানকার ভোটাররা এবার খুব সচেতন হয়েছেন। তাঁরা কাউকেই তাঁদের মনোভাব বুঝতে দিচ্ছেন না। তাঁদের বক্তব্য, এমন লোককে তাঁরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচিত করবেন, যাঁরা তাঁদের সঙ্গে মাটিতে বসতে পারবেন। হয়তো দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় 'দলীয় ভাঁওতাবাজি'র কথা বুঝতে পেরে তাঁরা এ ধরনের মনোভাব তৈরী করেছেন এবং পছন্দমত নির্বাচনের শ্লোগান তৈরী করেছেন। তাঁদের এই শ্লোগান বাস্তবায়িত হবে আগামী ৪ জুন। ওই দিন লড়াই হবে সুতী ১নং ব্লকের ১০৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে ৩৩৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে। প্রার্থী আছেন আর এস পি ৮৯, নির্দল ৮৬, সি পি এম ৫৩, কংগ্রেস ৭১ এবং কংগ্রেস ই) ১৭ জন। পঞ্চায়েত সমিতির ১৭টি আসনে প্রার্থী আছেন ৬০ জন। আর এস পি ১৬, নির্দল ১৫, সি পি এম ১৪, কংগ্রেস ১১ এবং কংগ্রেস (ই) ৪ জন। জেলা পরিষদের দুটি আসনে কংগ্রেস, আর এস পি ও নির্দল একজন করে ৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই ব্লকে মহিলা প্রার্থী আছেন মাত্র একজন—৫নং আহিরণ কেন্দ্রে ঝরণা দাস (কংগ্রেস)।

সুতী ২নং ব্লকে ১৩০টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে প্রার্থী ৪১৬ জন। সি পি এম ১১৩, আর এস পি ৬২, কংগ্রেস (ই) ৯৬, কংগ্রেস ৫৬ এবং নির্দল ৮৯ জন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন আর এস পি দলের দু' জন প্রার্থী। পঞ্চায়েত সমিতির ২৫টি আসনে প্রার্থী ৯০ জন। সি পি এম ২৩, আর এস পি ১১, কংগ্রেস (ই) ১৯, কংগ্রেস ১০ এবং নির্দল ২৭ জন। পঞ্চায়েত সমিতিতেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর এস পি দলের একজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। জেলা পরিষদের দুটি আসনে প্রার্থী ৯ জন। কংগ্রেস ২, কংগ্রেস (ই) ২, সি পি এম ১, আর এস পি ১ এবং নির্দল ৩ জন। এই ব্লকে মহিলা প্রার্থী আছেন ৫ জন। সবাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী। লড়ছেন খানাবাড়ী অরঙ্গাবাদ থেকে সখিনা খাতুন—কংগ্রেস (ই), জগতাই থেকে সফেদা খাতুন ও সাবেরা খাতুন (দুজনই কংগ্রেস (ই)-র প্রার্থী), অরঙ্গাবাদ থেকে অঞ্জলি অধিকারী (নির্দল) এবং হাপানিয়া থেকে আনোয়ারা খাতুন (নির্দল)।

পুনর্মুষিক ভবতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এলাকায় ফীডার ক্যানেলের পশ্চিম পারে বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে পাহাড়ী বন্যার জল নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে পাঁচটি জায়গায় পাইপ বসানোর কাজ শুরু করা হয়েছে। ওই পাইপগুলি দিয়ে বন্যার জল ফীডার ক্যানেলে এসে পড়বে এবং পশ্চিম পারে আবার চাষবাস সম্ভব হবে। পাইপগুলি বসানোর কাজ শেষ হলে সামনের বর্ষায় ফলাফল বোঝা যাবে।

একই উদ্দেশ্যে সুতী থানা এলাকার স্থায়ী বন্যার জল নিষ্কাশনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চার কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। ওই টাকাতে ফল্গু এবং পাগলা নদীর মুখে রেগুলেটর বসানো হবে। এবং ১২ মাইল দীর্ঘ খাল কেটে আবদ্ধ জল বাগমারী সাইফনের ভেতর দিয়ে ধুলিয়ানের কাছে গঙ্গায় ফেলা হবে এক সাক্ষাৎকারে খবরগুলি জানিয়েছেন ফরাক্কার এম এল এ আবুল হাসনাৎ খান।

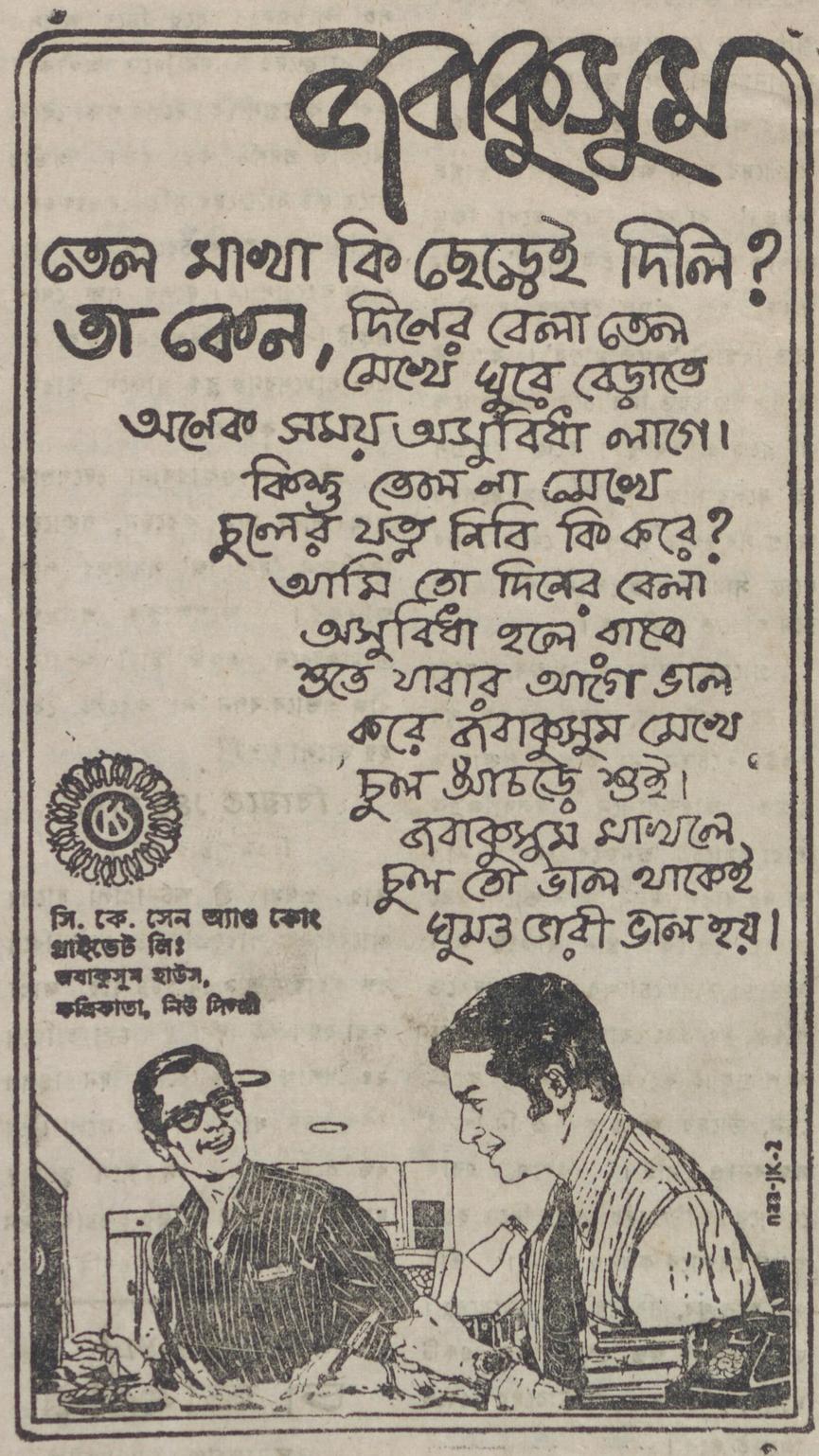

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।